রোজা হায়নস্সীর 'বাংলার আগুনে' কবিগুরুর 'আলোক লোক ফাঁকা'

দিলরুবা শাহানা*

হাঙ্গেরীয় এক নারী তাঁর পন্ডিত স্বামীর সাথে প্রায় তিনবছর শান্তিনিকেতনে বাস করেন, সময়টা ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত। গোলিয়া গেরমানাস তৎকালীন হাঙ্গেরীতে ইসলাম বিষয়ে নেতৃস্থানীয় পন্ডিত ছিলেন। কবিগুরুর আমন্ত্রনে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে আসেন।

গোলিয়ার স্ত্রী রোজার ভারতে আসার ব্যাপারে উত্তেজনা ছিল ঠিকই তবে তাঁর নিজের ভাষায় 'শামুক যেমন পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকে, সন্তান যেমন মা-বাবাকে আঁকড়ে থাকে তেমনি হাঙ্গেরীতে ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি, লক্সপার্কের খেলার মাঠ ,প্রাসাদ দেয়ালের পাশে পজ্মারের হাটারাস্তা গেঁথে ছিল মনে'। স্বামীর পান্ডিত্যের পরিধিতে ভাগ নিতে অপারগ রোজা অন্যান্য ইউরোপীয় ও ইউরোপঘেষা ভারতীয়দের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেও গরমের কারণে বেচারী ছিলেন অতিষ্ঠ। তবে একটি কাজ রোজা আবেগ ঢেলে করতেন তা ছিল ডায়রী লিখা। ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার সময়ে স্বামীর বইপত্রের সাথে রোজার গিয়েছিল আঠারো খন্ড ডায়রী।

নিঃসন্তান রোজার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীই তাঁর বই 'বাংলার আগুনে' (হাঙ্গেরীয়ান ভাষায় 'বেঙ্গালী তুজ') স্থান পেয়েছে। যে বই হাঙ্গেরীয়ান সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় বুদাপেষ্টে ১৯৪৪সালে। দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৭২সালে দু'টোই হাঙ্গেরীয় ভাষায় অবশ্যই। ইংরেজীতে Fire of Bengal প্রকাশিত হয় ১৯৯৩সালে UPL ঢাকার উদ্যোগে।

পশিচ্মা দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতকে দেখা সহজ নয়। রোজার বর্ননায় অনেক বিরক্তিকর ও ভীতিজনক ঘটনা রয়েছে। তারমাঝে শান্তিনিকেতনে তাদের রান্নাঘরের পরিবেশ, দার্জিলিংয়ের যে আফিমের আড্ডায় তাঁর স্বামী ঘুরে আসেন তার বর্ননা, সুরুলে দূর্গাপূজার সময় বাঁধভাঙ্গা ভীড়, ফরাসী বেনোর বাঙ্গালীবউয়ের আতুরঘরে আটকে থাকা ইত্যাদি।

রোজার বইতে শান্তিনিকেতনে নানা জাতির মানুষের সমাবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাতে রয়েছে প্রাচ্য-প্রতিচ্যের পরস্পরের মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ ও কৌতূহল, রয়েছে

দ্বন্ধ , দুঃখ তারই মাঝে ঋষিকবির অপূর্ব উপস্থিতি। ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে পাঠক যারা রবীন্দ্রনাথঠাকুর ও শান্তিনিকেতনের সাথে পরিচিত তারা রোজার বাস্তবের সাথে কল্পণার মিশ্রনে ধাঁধায় পড়ে যাবে, রাগান্বিত হবে ।

রোজা বলেন 'বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে গেলে সমস্ত রহস্য খুলে যায় সাথে সাথে আকর্ষণও শেষ' । তবে রোজার বই সম্বন্ধে বলা হয়েছে আরেক কথা । ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে বলা হয়- 'এই বই বেঁচে থাকে বার বার' ।

রোজার দৃষ্টিতে যে রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছেন তা জাগতিক-আধ্যাত্মিক , পার্থিব - অপার্থিব মেশানো অসম্ভব এক প্রতিবিম্ব বা পার্থিব-অপার্থিব, জাগতিক-আধ্যাত্মিকের যে মিল অসম্ভব তারই এক অপূর্ব অবয়ব । 'বেঙ্গালী তূজ' বা 'Fire of Bengal' বা 'বাংলার আগুন' বইয়ের এক চরিত্রের মূখে লেখিকা ব্যক্ত করেছেন যে, ঋষিকবি ধ্যানে বসে নাকি ঘাসের বেড়ে উঠা শুনতে পেতেন। আমার মতে কি করে একই সময়ে পার্থিব-অপার্থিব মিলেমিশে একাকার হয়েছে কবিগুরুর সত্তায় তারই অপূর্ব অতিন্দ্রিয় বর্ননা হচ্ছে এটি।

শান্তিনিকেতনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়াতে আসেন অক্সফোর্ড শিক্ষিত অতনু রায়। সঙ্গে আসেন তার পশ্চিমা স্ত্রী হেলগা। কবিগুরু ডেনমার্কের হেলগার নতুন নামকরন করেন হিমঝুড়ি । লেখিকা বলেন এর মানে হচেছ Flower of cold land. হেলগা বা হিমঝুড়ির উৎসাহ ও আগ্রহ ভারতের সবকিছুর প্রতি । যতো সে আবরনে-আচরনে বাঙ্গালী হতে চায় ততোই পশ্চিমা হতে আগ্রহী অতনু রায়ের হতাশা বাড়ে । হিমঝুরি একপর্যায়ে গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দেয়। অতনু সেসময়ে ঝুকে পড়ে শান্তিনিকেতনের আরেক বিদেশিনী জার্মানীর গারট্রুডের দিকে ।
গারট্রুডকে নিয়ে দ্বন্ধ শুরু হয় অক্সফোর্ড শিক্ষিত অতনু রায় ও ক্যামব্রিজ শিক্ষিত নবাবপুত্র আলি হায়দারের মাঝে। আলিহায়দার শান্তিনিকেতনে গোলিয়া গেরমানাসের ছাত্র হয়ে আসে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য । দ্বন্ধের অবসান হয় গারট্রুডের হত্যার মাঝ দিয়ে। অতনু রায় ফিরে আসে হিমঝুড়ির কাছে। শান্তিনিকেতনে অতনু - হিমঝুড়ি ছিল এশিয়া-ইউরোপের মিলনের প্রতীক। ওদের পুত্রের জন্ম শান্তিনিকেতনে আনন্দ বয়ে আনে ।

রোজা লিখেন কবিগুরু প্রতিদিন বৈকালিক ভ্রমন শেষে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীসহ নবজাতককে দেখে যেতেন । এমনি এক বিকেলে রোজার উপস্থিতিতে কবি এলেন । বাচচটিকে আদর করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে মহূর্তে কবি ধ্যানমগ্ন হলেন । ধ্যান

ভেঙ্গে ঋষিকবি কাগজ-কলম চাইলেন। রোজা সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তাঁর ডায়রীর পাতা খুলে কলমসহ এগিয়ে দিলেন। তাতেই কবি বাংলা ও ইংরেজীতে লিখলেন-

‘শিকড় ভাবে সেয়ানা আমি
অবোধ যত শাখা,
ধূলি ও মাটি সেইতো খাঁটি,
আলোক-লোক ফাঁকা।’

‘The root is sure that the branch
is a fool,
that the dust is real
and the heaven with its light
is emptiness’

উল্লেখিত লাইনগুলো বইয়ে সেই ভাবে ঠাঁই পেয়েছে যেভাবে কবি নিজ হাতে রোজার ডায়রীতে লিখেছিলেন।

‘বাংলার আগুনের’ সাথে রহস্যময়তা জড়িয়ে আছে। হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় ১৯৪২এ যখন বইটির ম্যানুস্ক্রিপট তৈরী হয় লেখিকা রোজা হায়নস্‌সী আত্মহত্যা করেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে রোজার স্বামী ইহুদী হওয়ার কারণে জার্মানদের হাতে বন্দী ছিলেন।
ইংরেজী অনুবাদের প্রধান কর্মী ইভা উইমারও বইটির প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। বই প্রকাশের আগেই স্বল্পকালীন অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন ইভা। ইভা উইমার নিজে হাঙ্গেরীয়। তাঁর স্বামী অক্সফোর্ডের ইংরেজীর শিক্ষক ডেভিড গ্রান্টের সহযোগিতায় পাঁচটি বছর লাগিয়ে বইটির অনুবাদ শেষ করেন।
রোজার মত ইভারও ভাগ্যে জুটেনি বইটির প্রকাশ দেখে যাওয়া।

*বইটি অনুবাদে হাত দিয়ে নামের উচ্চারণে যথাযথ হওয়ার জন্য পরিচিত হাঙ্গেরীয়-ভাষীদের সাথে কথা বলেছি। এরই মাঝে ভারতের ‘দেশ’ পত্রিকাতে গ্রন্থ আলোচনা বিভাগে শ্রীপান্থের ‘পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া’ আলোচনার মাঝে দেখতে পাই HAJNOCZY উচ্চারণ আরেক ভাবে লেখা হয়েছে। আমি আমার পর্যবেক্ষণ ‘দেশ’ সম্পাদককে জানাই। ‘দেশ’ (২রা অক্টোবর ২০০৫) আমার পর্যবেক্ষণটি ছাপিয়ে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার অনুসৃত পদ্ধতির প্রতি আমার আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছে।